গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR)

১৮ মদন বড়াল লেন কলকাতা ৭০০ ০১২

apdr.wb@gmail.com (M) 9432276415

১২ মে ২০১৪

প্রেস বিবৃতি

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ শেষ দফার সতেরোটি লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রের নির্বাচনে আজ আর একবার অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট গ্রহণের নমুনা প্রত্যক্ষ করলেন। বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট, ভেটারদের বাড়ি /পাড়া /গ্রাম বা বহুতল থেকে বেরোতে নাদেওয়া, ভেটকেন্দ্রে গেলেও তাঁদের নিজেদের ভোট দিতে না দেওয়া, দুস্কৃতিদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট না দিলে মারাত্মক পরিণতির হুমকি, শুধুমাত্র বিরোধী দলের রাজনৈতিক কর্মী বা সমর্থক হবার অপরাধে মারধোর, হাড়গোড় ভেঙে দেওয়া, লাঠি-গুলি-বোমা এ সবই ছিল এই অবাধ ও শান্তি পূর্ণ ভোট-গ্রহণ প্রক্রিয়ার অঙ্গ। হাড়োয়া-বসিরহাট-বীজপুর-ভাটপাড়া-বেলঘরিয়া-যাদবপুর-কৃষ্ণনগর-বহরমপুর-ঘাটাল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা থেকে মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতা, কান্দী থেকে কাঁথি সর্বত্রই এ সব কাজের প্রায় ১০০ ভাগেরই কৃতিত্ব এ রাজ্যের সাম্প্রতিকালের ঐতিহ্যমত শাসকদলের--বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের। কেন্দ্র পিছু এক গণ্ডা বিশেষ পর্যবেক্ষক, সব মিলিয়ে ৫০০ কোম্পানীর বেশী আধাসেনা, নির্বাচন কমিশন কর্তাদের উদাত্ত আশ্বাসবাণী--কিছুই সাধারণ নাগরিকের ভেট দেওয়া /না দেওয়ার গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে পারেনি। প্রহসনের সর্বাধিক ক্ষেত্রগুলিতে পুনরায় ভোটগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণকারী দুস্কৃতি, তাদের মদতদাতা ও কর্তব্য পালনে ব্যর্থ তথা অনিচ্ছুক প্রশাসনিক ও পুলিশি কর্তাদের বিরুদ্ধে আইনমাফিক কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন বলে এপিডিআর মনে করে।

এতসব সত্বেও সাধারণ নাগরিকের সচেতনতায় ভোট পড়ার হার যথেষ্ট বেশী। বিশেষ বিশেষ বুথে দুস্কৃতিদের এক তরফা ৯০ শতাংশেরও বেশী ছাপ্পা ভোটও যে এই বেশী ভোট পড়ার হারের একটা কারণ, তা উহ্য থেকে যাচ্ছে।

সেনা-আধাসেনা আর পুলিশই হোক, তারা শাসকের অঙ্গুলি হেলনে দাঁড়িয়ে সব অনাচার প্রত্যক্ষ করে এ অভিজ্ঞতা সত্বেও আরো আরো সেনা-আধাসেনার দাবি রাষ্ট্র সোৎসাহে পূরণ করেছে। ফলে নাগরিক-ক্ষেত্রটির বিপজ্জনকভাবে সামরিকীকরণ ঘটছে। সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষ ও শক্তিকে এপিডিআর এই বিষয়টিতে নজর দিতে আহ্বান জানাচ্ছে।

সাধারণ মানুষ সংগঠিত হয়ে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় এগিয়ে এলেই কেবল এই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব বলে এপিডিআর মনে করে।

ধীরাজ সেনগুপ্ত
সাধারণ সম্পাদক